মিথ্যা-পীর।

সৈয়দ শা মোহাম্মদ আলি
প্রণীত ও প্রকাশিত।
কোচগ্রাম—পোঃ নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—o—

সন ১৩২৫ সাল।

মিথ্যা-পীর।

সৈয়দ শা মোহাম্মদ আলি
প্রণীত ও প্রকাশিত।
কোচগ্রাম—পোঃ নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২৫ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

—o—

যিনি আমাকে নিরাশার মধ্য হইতে হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়াছেন, যাঁহার উৎসাহে ও উপদেশ-বাক্যে আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রসূত "মিথ্যা পীর" নামক গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, নদীয়া—ঝুটিয়াডাঙ্গা নিবাসী সর্ব্ব গুণাধার ভাই নূর উদ্দিন সাহেবের পবিত্র কর-কমলে উক্ত গ্রন্থ খানি অতীব আনন্দের সহিত ভক্তিপোহার প্রদান করিলাম। আশা করি, সাদরে গ্রহণ করতঃ অভাগার উন্নতি কামনায় পরম কারুণিক আল্লাহ্ তালার নিকট প্রার্থনা করিবেন। ইতি।

গুণ-মুগ্ধ—

গ্রন্থকার।

হামদ্-নায়াত।

—o—

যিনি এই বিরাট দুনিয়া সৃজন করিয়া যেখানে যে ভাবে যে বস্তু শোভা পায়, সেখানে তাহাই সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া—সর্ব্বোপরি, সর্ববগুণে জ্ঞানী, সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী সর্ববশ্রেষ্ঠ মানব জাতিকে সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ করতঃ, তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের, আরাম-ব্যারামের সামগ্রী ফুল, ফল, জীবজন্তু প্রভৃতিকে হুকুমের দাস করিয়া দিয়াছেন—তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা। তিনি হাশর ময়দানের বিচার পতি। তাঁহাকে সত্য জানিয়া কায়মনো-প্রাণে একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার আদেশ-উপদেশ পালন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তিনি ব্যতীত উপা-সনার ও ছেজদার মালিক আর কেহই এই ধরা ধামে নাই।

মানব, স্বামীর সেবায় মন প্রাণ লাগাইয়া দাও। উপপতির সেবা করিয়া সুনামের স্থলে কুনাম কিনিয়া কলঙ্ক-ভাগী হইও না।—ইহকাল পরকাল হারাইও না।

মিথ্যা-পীর।

পীর বটে?

যিনি এই ক্ষণস্থায়ী সংসারের মায়া, মমতা, সুখ, সুবিধা, আরাম, ব্যারাম ইত্যাদিকে পদ দলিত করিয়া সেই লা-শরিকা লাহুর প্রেমে মত্ত হইয়া তন্ময় চিত্তে তাঁহারই ধ্যান-ধারণায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, কালে তিনি গওছ, কুতুব, অলি, দরবেশ, পীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হজরত আবদুল কাদের জিলানী ছের রুহল কুদ্দুছ তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যখন তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন, তখন আল্লাহ্ তালার আদেশে ছওয়ালকারী ফেরেশ্তাগণ তাঁহার কবরে আসিয়া তাঁহাকে ছওয়াল করিতে উদ্যত হইলে, পীর সাহেব তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, হে আল্লার ভালবাসা ফেরেশতাগণ! কেন তোমরা আমাকে ছালাম জানাইলে না? কেন আদম সৃষ্টির সময় তোমরা আল্লাহ্ তালাকে নিষেধ করিয়াছিলে? আগে আমার কথার উত্তর দাও, পরে তোমাদের ছওয়ালের জওয়াব লও।

এ কি! আজ কত কাল হইতে কেরামিন-কাতে-বিন নিজ কার্য্য করিয়া আসিতেছে, কিন্তু দিনেকের তরে ত এমন বিপদে ঠেকেন নাই। আদমের মধ্যে যে এমনটি হইতে পারে, তাহা ত তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়-মন্দিরে স্থান দেন নাই। যাহা হউক, পীর সাহেবের বাক্যে ফেরেশতাগণ লজ্জিত হইয়া, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আল্লাহ্‌তালার নিকট হইতে শুনিয়া আসার বাসনা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তিনি ত (পীর) যেমন তেমন লোক নন, ফেরেশ্‌তাগণের অমন কথায় কি তিনি ভুলেন? ফেরেশতাগণ আসি বলিয়া ফাঁকি দিয়া আর নাও আসিতে পারেন, এই বিবেচনায় পীরানে পীর দস্তগীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (কদঃ) একজনকে হস্ত চাপিয়া ধরিয়া নিজের নিকট রাখিয়া অন্য জনকে আল্লাহ্‌তালার নিকট যাইতে বলিলেন। পীর প্রেরিত ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌তালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ বেয়াদবী স্বীকার করিলে, আল্লাহ্‌তালা পীরের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ বোগদাদ শরিফের গোর আজাব (সমাধি-শাস্তি) মাফ করিয়া দিলেন। যদি কোন মুসলমান ভাগ্যক্রমে পবিত্র বোগদাদ শরিফে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে গোর আজাব হইতে মুক্তি পায়। যেমন নাম তেমন কাম। পীর বটে!

মুখে এক মনে আর।

বর্ত্তমান যুগে এই বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ দিনাজপুর ও রংপুর জেলার অতি বুদ্ধি বুজাই মণ্ডলের বংশধর মানবগণ সত্যের নামে, কতকগুলি মিথ্যা পীরের :—যথা মাদারপীর, সোটাপীর, পাগলা পীর ও সত্য পীরের পূজা দিতে মুক্ত হস্ত হইয়াছে।

সারা জাহানের মালিক যে আল্লাহ্, এরূপ মতধারী মহাত্মাগণের নিকট (?) তাহা বিশ্বাস হয় না।

তাহারা মুখে আল্লাহ্, মনে মিথ্যা পীরের ধ্যান-ধারণা করিয়া দিন দিন ইহকাল পরকাল হারাইয়া মানব নামে কলঙ্ক-কালিমা প্রদান করিতেছে মাত্র। আমি পীরের নিন্দা করিতেছি, কেহ তাহা মনেও স্থান দিবেন না। যিনি বাস্তবিক পীর, তাঁহাকে মানিতে আমি কেন ?—আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ বাধ্য। কিন্তু যে সত্যর নামে অসত্য, তাহা আমি মানিতে নারাজ—স্থির প্রতিজ্ঞ। যাহা হউক তথা কথিত পীরগণের মধ্যে সত্য পীর যে মিথ্যা পীর তাহাই প্রদর্শন করা আমার এই পুস্তিকা প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। আসুন পাঠক-পাঠিকা, সত্য পীর বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী নর নারীগণ—আমরা ন্যায় ও সূক্ষ্ম বিচারে দেখি সে কি সত্য পীর না মিথ্যা পীর ?

প্রাচীন মণ্ডল।

—o—

পূর্ব্বকালে কোনও এক গ্রামে বুজ্রই মণ্ডল নামক এক জন মণ্ডল বাস করিত। তাহার একমাত্র কাজ পাড়া- পড়সীদের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ ও কোন কথার মীমাংসা করা। এক দিন উক্ত অতিবুদ্ধি মণ্ডল তাহার অধীনস্থ লোক জন সহ কোন এক জায়গায় গান শুনিবার জন্য গিয়াছিল। বেচারা গায়ানের মুখ, দাড়ি ও মোচে (গোঁপে) পূর্ণ। ইহা দেখিয়া মূর্খের দল পরস্পর বলিতে লাগিল—রে ভাই, এ গায়ান কেমন করিয়া গান গাহিবে ? ক্রমে এ কথার আলোচনা বেশী হইতে চলিল দেখিয়া, তাহাদের মণ্ডল বলিল, মূর্খ চুপ কর। গায়ান গান গাহিতে আরম্ভ করিলে তাহার মুখ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে। সিংহের ডাকে কার না হৃদয় কাঁপে ? তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইলে তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় দেখে যে, একটী সরা পিঠা বা চিতাই পিঠা, রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহার এক পীঠ কাকে খাওয়া। উহা দেখিয়া মূর্খের দল তাহাদের মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করিল, এ জিনিসটা কি ? দেখুন পাঠক, দেখুন পুরাকালের অতি বুদ্ধি বুজ্রই মণ্ডলের বুদ্ধি—সে বলিল, চন্দ্র আকাশ হইতে পড়িয়াছে ও

উই এবং পিপীলিকা ইত্যাদি উহার এক পীঠ খাইয়াছে, ইহা সেই চাঁদ। মূর্খের দল তাহাই মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। খোদার লীলা সেখান হইতে কতক দূর যাওয়ার পর একটী তাল আঁটি তাহাদের নেত্রপথে পতিত হইল। তালের আঁটীটী কিছুদিন মাটীতে পড়িয়া থাকায়, সে ভিতর হইতে সার বস্তুটী বাহির করিয়া দিয়া নিজ ধর্ম্ম পালন করিয়াছে। হায়! কি মূর্খ, সামান্য তালের আঁটি তাহারা চিনে না। মূর্খের দল পুনরায় তাহাদের মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর এটা আবার কি? তখন বুজই মণ্ডল নিজ বুদ্ধি বলে বলিল, একদা এক দল ভেড়ী এখানে চরিতে আসিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা চলিয়া যায়, তখন এই বাচ্চাটী দলছাড়া হইয়া পিছনে পড়িয়া আর তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারে নাই। একটী গরু ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে উক্ত ভেড়ীর বাচ্চাটীর উপর পা দিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তাহার পুংলিঙ্গটী উপর দিকে বাহির হইয়া মরিয়া গিয়াছে। পাঠক! যেমন বাপ তেমনি বেটা—ইহা ঠিক কথা। যে মণ্ডল সমাজ চালক, যাহার ইঙ্গিতে মূর্খেরা উঠিত বসিত, সেই সমাজনেতা যদি সরা পিঠাকে উরি (উই) খাওয়া চাঁদ এবং তাল আঁটীকে ভেড়ির বাচ্চা বানাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার অধীনস্থ মূর্খেরা মিথ্যা পীরকে কেন সত্য পীর বানাইবে না? তথাকথিত মূর্খের বংশধর

আমরা। অতএব কেন আমরা তাহাদের চাল-চলন, আচার-বিচার, বিধি-ব্যবস্থা ছাড়িব? যাহা হউক, ঐরূপ মূর্খ মণ্ডলগণ আমাদের সমাজের এমনি ভীষণ ক্ষতি করিয়া গিয়াছে যে, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে ধার্ম্মিকের হৃদয় শোকে দুঃখে দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাহারা সেই যে কতকগুলি সত্য কাজ মিথ্যা, মিথ্যা কাজ সত্য করিয়া তাহাদের বংশানুক্রমে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে, আজ কত কাল হইল, বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে কত নূতন জিনিস আবিষ্কার হইল, কত মৌলবী মওলানা, কবি ও লেখক হইলেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব আচার-বিচার, বিধি-ব্যবস্থা ছাড়িলেন না। হায় রে অধম! হায় রে মূর্খ! আর কবে তোমাদের জ্ঞানের চক্ষু ফুটিবে? কবে তোমরা কালী পূজা, মাতাজী (মনসা) পূজা, ভূত পূজা, পেত্নী পূজা, মিথ্যা পীর পূজা ছাড়িবে? কবে তোমরা পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সত্য উম্মত নামে পরিচিত হইবে? কবে তোমাদের ঘরে ঘরে সত্য পীরের বদলে পবিত্র কোরাণ ও হাদিস পাকের সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইবে? সাবধান! ভাই মুসলমান সাবধান!!

ইহাই কি হাদিস ?

আজ কাল ধর্ম্মের উন্নতি, জাতীয় উন্নতি ইত্যাদি বিষয় লইয়া ঝাড়ে-জঙ্গলে, নগরে গ্রামে এক মহা হৈ হৈ রব পড়িয়া গিয়াছে, তাহা কি আমরা জানি ? সে দিকে কি আমরা লক্ষ্য করি ? চক্ষু ফিরাই ? আমরা মুর্খ ! সে দিকে কেন দেখিব ? সে দিকে কেন চাহিব ? ধর্ম্ম-উন্নতি, জাতীয় উন্নতি হ'ক বা না হ'ক, জগৎ থা'ক চাই যা'ক, তাতে আমাদের কি লাভ কি ক্ষতি ? কেন আমরা পড়িব কোরাণ, কেন দেখিব হাদিস দলিল ? আমরা বাবা আদমের কালে পাইয়াছি সুর ওয়ালা এক উৎকৃষ্ট সুধাপূর্ণ হাদিস সত্যপীর। সন্ধ্যা হইলে গরু, ঘোড়া, ছাগ, ছাগী, ঘরে উঠিলে ভুরি ভরিয়া চাট্টি খাগু খাইয়া সমস্ত পাড়ার যুবক যুবতী, মরদ, আওরত, বুড়া-বুড়ী, ছোঁড়া ছুঁড়ি একত্রিত হইয়া, মিলিয়া মিশিয়া তাহাই পড়িব, তাহাই বুঝিব এবং তাহারই হুকুম মত আতপ চাউলের আটা, অমৃশাম কলা ও গুড় চিনি ইত্যাদি লইয়া মলিদা তৈয়ার করতঃ, সত্য পীরের নামে ফৈতা (ফাতেহা) দিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া, হিতের স্থলে পেটের অসুখ কিনিয়া লইব।

আমরা কি মূর্খ, কি বোকা ! ! দুনিয়ার সমস্ত আলেম এক দিকে, আর আমরা অন্য দিকে। আমাদের এক

বারও হুশ, বুদ্ধি, আক্কেল, জ্ঞান হয় না। আমরা এক বারও ভাবি না যে, কেন বেচারা আলেম মণ্ডলী আমাদের কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অসন্তুষ্ট—মহা নারাজ হন। তাঁহারা রাত দিন আমাদিগকে ঘৃণা করিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, তথাপিও আমরা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি সত্যপীর নামক কল্পিত হাদিস খানা ছাড়িতে পারিতেছি না। হায়! পাড়ার মধ্যে সত্যপীরের পুথির সুরটী শুনতে পাইলেই প্রাণ ও মনটা যেন কেমন কেমন করে।

চিকণ গলা মধুর স্বরে
সত্যপীরের পুথি,
পড়ে যখন সবাই মিলে,
ফাটে তখন ছাতি।
থাকতে নারি চমকে উঠি,
বিছানা বালিশ থুয়ে,
আস্তে ব্যস্তে যাই গো তথা
তীরের চেয়ে ধেয়ে।
হাসি তামাসা কতই করি
হ'লে অধিক নিশা,
ঘুমের ঘোরে কাণার মত
পাই না কিছুই দিশা।

(তখন) লাগে না ভাল চিক্কণ গলা
সত্য পীরের পুথি।
কেমনে যাব আপন গৃহে
গণি তখন ভীতি।
কাকুতি করি, বিনয়ে বলি
আহে সহর ভাই।
এখানে তুমি থাকহে দাঁ'ড়ে
বাড়ীতে আমি যাই।
কতই কষ্টে কতই দুঃখে
গৃহে যখন যাই
আপন ঘরে ঢুকতে নারি
এদিক ওদিক চাই।
কপাট ধরি দেই হে ধাক্কা
কতই ডাকা ডাকি
প্রাণের প্রাণ পায় না শুন্‌তে
শুধুই ফাঁকা ফাঁকি।
ঘুমের ঘোরে আঁধার দেখি
রাগে পাগল পারা
দ্বিগুণ স্বরে হাঁকিয়া উঠি
কপাটে দেই নাড়া।
আমার ডাকে বাড়ীর বুড়া
থাক্‌তে নাকো পারে

২

রাগিয়ে বলে আমার তরে,
পায় ত ধরে মারে।
তখন আমি দ্বারের কাছে
অন্ধকারের মাঝে
বসিয়া পড়ি ধপাস করি
চোরের অধম সাজে!
বুড়ার সনে বুড়িও মিলি
বকে আমার তরে
চুপ করিয়া থাকি হে বসি
কই না কথা ডরে।
বুড়া বুড়ীর রাগের স্রোত
বন্ধ হ'বার পরে
বিষাদ মনে আবার উঠি
প্রাণটী আ'নে ধড়ে।
আকাশ পাতাল ভাবিয়ে সারা
ক্রোধে শরীর জ্বলে
বাসনা হয় মারি হে চড়
সত্য পীরের গালে।
মায়ের প্রাণ থাকে না স্থির
পুঁটি মাছের মত
পুত্রের তরে আকুল হৃদে
ধায় হে সদাই কত।

দুয়ার খুলি বাহিরে আসি
ডাকে আমার তরে
কোথায় গেলে প্রাণের বাছা
বল্‌রে ত্বরা করে।
মায়ের ডাকে বিষাদ মনে
বলি তখন কথা
পুত্রের স্বরে মাতার প্রাণে
থাকে না আর ব্যথা।
আমার দ্বারে আসিয়া মাতা
(তাঁর) বৌ শ্রীমতির তরে
সুধায়ে বলে মধুর স্বরে
দ্বার খুলে দাও মোরে।
মায়ের ডাকে থাকে না আর
ঘুমের ঘোর তার
লাফিয়ে উঠি দেয় হে খুলে
ঘরের বন্ধ দ্বার।
তখন আমি যাই হে ধীরে
ত্যাজ্য বিছানা পরে
ঢলিয়া পড়ি থাকি না স্থির
গাঢ় নিদ্রার ঘোরে।
প্রাণের প্রাণ সেও মোরে
রাগিয়ে কথা কয়

এরূপে মোর সত্যের পালা
শেষ হইয়া যায়।

সত্য পীরের কথা শুন্‌তে হ'লে যে এরূপ কত কষ্ট ভোগ্‌তে হয়, তাহার ইয়ত্তা কি? মাঘের শীতে, শরতের হিমে, সর্দ্দি জ্বরা ইত্যাদি কতই ব্যাধি আসিয়া আমাদিগকে আধ মরা করে; তথাপি ত সত্য পীরের আদর কমিল না—কোরাণ, হাদিসের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইল না। যেন একটু কমিতেছে। যেখানে পবিত্র কোরাণ ও হাদিসের আলোচনা ওয়াজ-নছিহত হয়, সেখানে যাইতে হইলে ত আমাদের মাথা ব্যথা ছাড়ে না—বরং মাথা ব্যথা না হইলেও টানিয়া আনি। কিন্তু পাড়ার মধ্যে যেই সত্যের সেবকগণ সত্যের সুর তুলিয়া আকাশ পাতাল ফাটাইতে থাকে, তখন আর মাথা ব্যথা, গলা ফুলা প্রভৃতি আমাদিগের ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। আমরা সব একদিকে রেখে দিয়ে, মহানন্দে সত্যের আসরে লাফাইয়া পড়ি। তাই বলি ইহাই কি হাদিস?

(ভোগে—রোগ)

মানব দুঃখে পড়ে খোদার নামে কোরবানী করে, উহা খাইয়া ত কাহার কখন কোনরূপ অসুখ বিসুখ হয় না। কিন্তু ভাই! সত্যপীরওয়ালা, তুমি কি বুকে হাত

দিয়া বলিতে পার যে, সত্যের মলিদা খাইয়া তোমার অসুখ-বিসুখ না হইয়া যায়? কখনই না। যেই রাত্রিকালে সত্যের মলিদা পেটে দেওয়া হয়, অমনি পেটের পীড়া যো পায়। সে প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করে। পেটের মধ্যে ভূট ভাট পুট পাট ইত্যাদি বিকট শব্দের বাণ ডাকিয়া তোলে। রাত্রিকালে ঘুম হয় না। চক্ষু লাল বর্ণ ধারণ করতঃ অনিদ্রার পরিচয় দেয়। সকাল বেলা ৫।৬ বার বাহ্য হইয়াও অসুখ ছাড়ে না। ক্ষুধার ভাব খুব কম দেখা যায়। যার নাম সত্য, তার কাজ কেন অসত্য। আহার করিয়া শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট, মোটা, তাজা হইবে? কিন্তু সত্যের মলিদা খাইয়া মোটা শরীরকে ক্ষীণ করিয়া ডাক্তার কবিরাজের উপায় বৃদ্ধি করা বৈ ত কিছুই নয়। সত্যের মলিদা খাইয়া এত কষ্ট পাই; তথাপি ত ছাড়িতে পারি না। বার বার খাই, বার বার কষ্ট পাই। পাঠক ইহা কি ভোগে রোগ নয়?

(বংশ পরিচয়)

—o—

আমি জীবনে কখনও সত্য পীরের পুথি ধরি নাই ইহা নিশ্চয়। কিন্তু যখন নিতান্ত বালক ছিলাম,—ভাল, মন্দ, সৎ অসৎ চিনিতাম না, জানিতাম না, তখন যে উহা দুই এক দিন না শুনিয়াছি, সত্য পীর-প্রধান জায়-

জন্মিয়া তাহা বলিতে পারি না। তবে ঐরূপ উপদেশ হীন কেতাবে যে অনিচ্ছা, এ গুণটী এ নরাধমের ছোট বেলা হইতেই বর্ত্তমান ছিল—এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি। যাহা হউক, সত্য পীর-হাদিসের হাফেজ গণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

মৈদলব রাজার কন্যা সন্ধ্যাবতী। পুত্র, কন্যা মাত্রই পিতা মাতার স্নেহ ভাগী ও স্নেহভাগিনী। তাহার উপর আবার সন্ধ্যাবতী রাজার মেয়ে; পিতা, মাতা, চাকর, চাকরাণী, আত্মীয়-স্বজনের যে কিরূপ প্রিয়পাত্রী, তাহা সকলেরই অনুমেয়। রাজকন্যা নানারূপ উপাদেয় খাদ্য খাইয়া দিনে দিনে দিনে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। দাসীগণের সঙ্গে নানারূপ আমোদ আহ্লাদ ও হাসি তামাসা ইত্যাদিতে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার বিবাহের কোন যোগাড় নাই। একদিন তথা কথিত রাজকন্যা দাসীগণের সঙ্গে নিকটস্থ নদীতে গোসল (স্নান) করিবার জন্য গিয়া, নদীর জলে একটী গোলাপ ফুল ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, তাহা নিজ হস্তে ধারণ করতঃ শুঁকিয়াছিল (ঘ্রাণ লইয়াছিল), এবং গোসল শেষ করিয়া বাড়ীতে আসিয়াছিল। রাজা প্রত্যেক দিন একটী গোলাপ ফুল দিয়া সন্ধ্যাবতী শ্রীমতিকে ওজন করিত। ফলে রাজকন্যা ও ফুলটী

ওজনে সমান হইত। কিন্তু হায়! যেদিন সে নদীর ঘাটে ফুলটী শুঁকিয়া আসিয়াছে, সেই দিন হইতে ওজনে যেন একটু ভারী ভারী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, ততই তাহার (সন্ধ্যার) গর্ভ স্থিরীকৃত হইল। জাত যাইবে, কুলে কলঙ্ক রটিবে, দশের নিকট মুখ দেখান ভার হইবে, ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা করিয়া রাজা তাহার কন্যা সন্ধ্যাবতীকে বনবাস দিলেন। সময়ে তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এবং একটী রক্তের দলা (চাকা) প্রসব করিল।

সন্ধ্যা সমস্তই সন্ধ্যা দেখিতে লাগিল। হায় পিতা মাতার স্নেহ, রাজভোগ এ সমস্ত যার জন্য হারাইলাম, সে কি না একটা রক্তের দলা? এই বলিয়া সন্ধ্যাবতী ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া উক্ত রক্তের দলা নদীর জলে নিক্ষেপ করিল। একটী কচ্ছপ সে আর কিছুই পায় নাই—যমন পতন অমনি সে রক্ত দলাটী খাইয়া ফেলিল। কালে তাহার পেট হইতে সত্য পীর মানুষ রূপে জন্মিল। পীর তুমি আর কোথাও জায়গা পাইলে না? পাইলে একটী কচ্ছপ? কচ্ছপ মানুষ কি করিবে? মানুষে তাহার কি প্রয়োজন? যাহা হউক, খোওয়াজ খিজির (খাজে খেজের) তাহাকে লইয়া পালন করিতে লাগিলেন। সত্যের বয়স ৮।৯ বৎসর হইলে খোয়াজ খিজির তাহাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যাবতীর নিকট গমন করিলেন এবং তাহার

পরিচয় দিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাবতী তাহা বিশ্বাস করিল না। বরং বলিল, আমি যেমন রক্তের দলা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, যদি সেইরূপ দেখিতে পাই, তবেই বিশ্বাস করি—পুত্র বলিয়া মানিয়া লই, নচেৎ না। সত্য পীর পুনরায় রক্তের দলা হইল এবং সন্ধ্যাবতী তাহাকে পুত্র বলিয়া আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। এই ত গেল সত্যের জন্ম-বৃত্তান্ত।

পাঠক, ইহা কি জ্বলন্ত মিথ্যা কথা ও ভেল্কি বলিয়া বিশ্বাস হয় না ? সে কথা যাক, এখন আসুন আমরা সত্য পীরের কার্য্য ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হই। দেখি, সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতদূর কি করিয়া গিয়াছে। সে করিবার মধ্যে মৈদলধ রাজাকে জব্দ করিয়া সিন্নি লইয়াছে এবং হিরা মুচির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধনী করিয়াছে। এই দুইটি কাজই তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ঘটনা বলিয়া দৃষ্ট হয়। আর সর্ব্বদা মুখে বলিত—

হিন্দুর দেবতা আমি মোসলমানের পীর।
দুই কুলে সেবা লই করিয়া জাহির॥

ভাই সত্য পীরের পাঠক! একটু বিবেচনা কর—বিচার কর; এবং নিজ মতলব ছাড়িয়া দাও। আচ্ছা বল ত, যদি তোমার পড়সীর মধ্যে কেহ দুই বেলা দুই কথা বলে, তবে কি তুমি তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস কর, না মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দর্শন কর। যদি

মিথ্যাবাদী না বল, তবে কেন সামান্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যে দুই বেলা দুই রকম কথা বলে, তাহাকে কখনও বিশ্বাস কর না। তোমরা রাত দিন অষ্ট প্রহরই শুনিতেছ, পড়িতেছ যে সত্য পীর হিন্দুর নিকট হিন্দুর দেবতা এবং মুসলমানের নিকট পীর বলিয়া পরিচয় দিত। ইহা পড়িয়া শুনিয়া কি সত্য পীরকে মিথ্যা পীর বলিয়া ধারণা হইতেছে না? হইবেই বা কেন? সত্য পীর মিথ্যা পীর হইলে যে আর তোমাদের আদর থাকিবে না। গৃহস্থের বৌ বিবিরা আর তোমাদের গলার স্বরে মুগ্ধ হইবে না। তোমাদের কু অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে না। তোমরা নিরাশ্রয় হইবে। তোমাদের পশ্বাচারের পথ বন্ধ হইবে। ইহাইত তোমাদের প্রধান মতলব!!

ভ্রাতঃ অনুরোধ করি, আর এমন উপদেশীন ধর্ম্ম নাশক ঔষধ দিয়া অশিক্ষিত কড়াল কাঙ্গাল মুসলমান গণের ইহকাল ও পরকাল হারাইয়া সুচিক্কণ গলার পরিচয় দিও না। যদি পার, তবে তোমার ঐ মন মাতান—প্রাণ ভাতান গলার সুরে পবিত্র কোরাণ-হাদিসের পবিত্র বাণী তোমার কলেমার ভাই মুসলমানগণের কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, তাহাদিগের মুক্তির পথ পরিষ্কার কর। যদি তাহাও না পার, তবে নিজকে নিজে বাঁচাও।

ছাড়হে সত্যের খেলা, পড়হে কোরাণ।
আখেরে বিচার-মাঠে পাইবে আহ্ছান॥
হাদিস দলিলে নাই যাহার ঠিকানা।
এমন পীরের সেবা করিও না দানা॥
রোজা ও নামাজ আর ধরম বয়ান।
নাহি যে কেতাবে তাহা পড়ে কিবা কাম॥
শৃগালের মত শুধু চেঁচা চেঁচি করি।
কিবা ফল হয় ভাই বল ত বিচারি॥
যে জন করিল তৈরী জমিন, আছমান।
জীব জন্তু বৃক্ষ লতা জ্বেন ও এন্ছান॥
সারা দিনে একবার সে পবিত্র নাম।
লও না, পড়িতে পড় সত্যের কালাম॥
আফ্ছোছ! আফ্ছোছ ভাই তোমাদের পরে।
কি বলি জওয়াব দিবে হাশরে ও গোরে॥
খোদা ও রসুল যা'তে সদা খুশী হন।
কোরাণ হাদিস পড় দিয়া দেল জান॥
সত্য পীর ভরে দেও পানিতে ফেলিয়া।
কোরাণ হাদিস পড় একিন করিয়া॥
ইহকাল পরকাল বজায় থাকিবে।
বেহেশ্তের সুখ ভোগ কপালে ঘটিবে॥

—o—

সম্পূর্ণ।